ফেডারেশন বার্তা

‘নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন’-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Quarterly Bulletin of ‘All India Federation of Bengali Buddhists’)

বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৫১ ❍ অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং ❍ Website : www.aifbb.org ❍ মে : ২০২৪/২৫৬৮—বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

এখন বৈশাখ মাস। নিদারুণ দাবদাহ স্ব-মহিমায় সর্বত্র বিদ্যমান। তাপমাত্রা এখন প্রায় ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কয়েকদিন আগে ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়েছিল। কালবৈশাখীর লেশমাত্র চোখে পড়িতেছে না। আরো কয়েকটা দিন এই রকম ভাবে চলিলে যে কি হবে তাই ভেবেই আমরা আতঙ্কিত হচ্ছি। আবহাওয়ার পূর্বাভাষও সেই রকম কথাই বলছে। এহেন বিষম সময়ে রবি ঠাকুরের একটা গান বারে বারে মনে পড়ছে... “দারুণ অগ্নিবাণে রে, হৃদয় তৃষায় হানে রে”...। আপনা থেকেই গানের কলি মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠলো। প্রবল দাবদাহের উপযুক্ত গানই বটে। গানটার মধ্যে একটা অদ্ভুত শক্তি আছে। এতো গান নয় ঠিক যেন দাবদাহকে স্তিমিত করবার এক অব্যর্থ মন্ত্র শক্তি। সত্যি আশ্চর্য হতে হয়।

কিন্তু শুধু রবি ঠাকুরের গানই নয়। এই বছরে দাবদাহ মোকাবিলা করবার আরো একটা উপায় উপস্থিত হয়েছে। সেটি হলো “ভোট পর্ব”। যখন দাবদাহের চাপে আমরা পিষ্ট হচ্ছি, ঠিক এই সময়েই আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভোট। ১৯ এপ্রিল থেকে ১লা জুন, ২০২৪ পর্যন্ত সময় ধরে। মনটাকে একটু অন্যদিকে ব্যস্ত রাখতে পারলেই গরমের দাপট ততটা অনুভূত হবে না। আর ব্যস্ত রাখার প্রকরণের তেমন কোনো অভাব নেই। যেমন ধরুন রাজ্যের কোনো মন্ত্রী অথবা স্থানীয় নেতার বহু সরকারি টাকা নয়ছয়ের গল্প শোনা যাচ্ছে। সাধারণ মানুষদের, যাদের মনের সংযম ততটা দৃঢ় হয়নি, তারা স্বাভাবিক ভাবেই উদ্বেলিত হচ্ছে। সমাজের উঁচু উঁচু মাথাদের একে একে পতনের কাহিনী শুনলে মাথা কি আর ঠিক রাখা যায়?

২৫৬৮-তম ‘বুদ্ধ পূর্ণিমা’ উপলক্ষ্যে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সকলকে মৈত্রীময় শুভেচ্ছা।

আরো আছে যেমন কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এবং আরো বড় বড় বহু রথী মহারথীর জেলবন্দী হওয়ার ঘটনা। এত রকম ঘটনা ঘটছে যে সাধারণ মানুষ নিজের অজান্তেই হয় তাদের সপক্ষে অথবা বিপক্ষে মত পোষণ করে ফেলছে আর চা-এর কাপে তুফান তুলছে। শুধু কি এই? কোনো কোনো প্রভাবশালী নেতা নেত্রীদের দেখতে পাচ্ছি যখন তখন একদল থেকে অন্য দলে চলে যাচ্ছেন অথবা অন্য দল থেকে এই দলে চলে আসছেন। শোনা যাচ্ছে এসবের পেছনে বিশাল অঙ্কের টাকার খেলা রয়েছে। ব্যাপারটা আমরা সঠিক অনুধাবন করতে পারছি না। এ কেমন কথা? এটা আবার হয় নাকি? বছর কুড়ি আগেও তো আমরা এসব কথা শুনিনি। আসলে সময়ের সাথে সাথে শব্দের অর্থগুলোও কেমন জানি বদলে যাচ্ছে। যেমন “ধর্ম” কথাটার অর্থ এই সময়ে দাঁড়িয়ে আর আগের মতন আমরা ঋজু মনে করিনা। সেটা কেমন যেন পেলব হয়ে গেছে। “ধর্ম” ও “রাজনীতি” দুটো ভিন্ন মেরুর জিনিস, যার কোনোরুপ সহাবস্থান হয় না। অথচ এখন আমরা দেখছি ধর্মীয় গুরুরা কেমন করে যেন রাজনৈতিক নেতা বনে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

“আন্তর্জাতিক নারী দিবস” উপলক্ষ্যে “অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস” সংগঠনের মহিলা সদস্যবৃন্দের উদ্যোগে গত ৯ই মার্চ ২০২৪ এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় পটারি রোডস্থ “ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন”-এর সভা কক্ষে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সাধারণ পরিষদের সদস্য তথা সংগঠনের বার্ষিক পত্রিকা (জার্নাল) “রত্নরঞ্জক” এর সম্পাদক শ্রীমতি সাধনা বড়ুয়া।

নারী দিবসের এই আলোচনাকে কেন্দ্র করে প্রারম্ভিক পর্বে অধ্যাপিকা মৈত্রিকা বড়ুয়া তাঁর সুচারু বক্তব্যে নারী আন্দোলনের অতীত থেকে বর্তমান নারীদের সামাজিক অবস্থানের এক সার্বিক চিত্র সকলের সামনে তুলে ধরেন। এর পরবর্তীতে ছোট্ট শ্রীদাত্রী স্বর্ণকার আবৃত্তি পাঠের মধ্য দিয়ে নারীদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানায়, এই স্বল্প বয়সে এইরূপ অনুষ্ঠানে তাঁর অংশগ্রহণ অবশ্যই প্রশংসনীয়। পরবর্তীতে “দি এশিয়াটিক সোসাইটি”র প্রাক্তন বরিষ্ঠ আধিকারিক ড. বন্দনা মুখার্জি ওঁনার গবেষণা মূলক বক্তব্যে নারী আন্দোলনের প্রাচীন ইতিহাসকে তুলে ধরেন। বলাবাহুল্য ওঁনার ঐ তথ্যে উপস্থিত শ্রোতামন্ডলী সকলেই সমৃদ্ধ হন। কোনো এক বয়সে নারীদের প্রতি নানান বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে নিজের লেখা এক কবিতা পাঠ করেন সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া। এই কবিতা পাঠের আবহে নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নারীদের প্রতি তিনি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। এই সার্বিক অনুষ্ঠানকে আরো উজ্জ্বল করে তোলে শ্রীমতি শ্রাবণী বড়ুয়া’র কিছু অসাধারণ সংগীতের পরিবেশনা। সার্বিক অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি ও সত্য ঘটনা অবলম্বনে এক তথ্য পরিবেশন করার মধ্য দিয়ে নিজেকে একজন সুদক্ষ সংগঠক রূপে অবশ্যই সকলের মনকে স্পর্শ করেছেন সংগঠনের অন্যতম সহ সম্পাদক শ্রীমতি সংগীতা বড়ুয়া, তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও সকল মহিলা সদস্যবৃন্দের আন্তরিক আগ্রহে এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছে।

অনুষ্ঠানের অন্তিম পর্বে সভার সভাপতি রূপে ওঁনার কথায় শ্রীমতি সাধনা বড়ুয়া উপস্থিত সকল শ্রোতাদের ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদেরকেও অসংখ্য শুভেচ্ছা জানান এবং এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ওঁনার কিছু কথা সকলের কাছে প্রকাশ করেন। সঙ্গে এইরূপ অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সংগঠনের কর্তৃপক্ষদেরও ধন্যবাদ জানান। পরিশেষে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যম থেকে সংগঠনের মহিলা সদস্যবৃন্দের প্রতিনিধি রূপে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব তিনি সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতিতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফেডারেশনের উপস্থিত সম্মানীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এই প্রস্তাবকে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে সকল মহিলা সদস্যবৃন্দকে আশ্বাস দেন।

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

উত্তর প্রদেশের মতন একটা বৃহত্তর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন যোগী আদিত্যনাথ যিনি একজন সন্ন্যাসী। কেমন যেন ধন্দ লেগে যাচ্ছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মধ্যেও কাউকে কাউকে আমরা এইসব ভাবনায় বিচরণ করতে দেখছি। এইরূপ ভাবনায় নিয়ত অবগাহন করলে কি আর গ্রীষ্মের দাবদাহের তাপ অনুভূত হয়?

একটা সময় ছিল যখন সত্য ভাষণের মূল্য ছিল অপরিসীম এবং সমাজে মিথ্যা ভাষণের কোনো স্থানই ছিল না। মিথ্যা ভাষণকে মানুষ ঘৃণার চোখে দেখতো। সত্য ভাষণের মূল্য এতটাই প্রবল ছিল যে তৎকালীন সেই সত্যবচনের সুবাদে সে যুগের মানুষেরা বহু কঠিন কাজের সমাধান করে ফেলতো। বহু পালি সুত্রেও আমরা এর উল্লেখ দেখতে পাই। "এই সত্য বাক্য বলার জন্য আমি যেন অমুক কার্য সমাধান করতে পারি..."। কিন্তু বর্তমানে সত্য ভাষণের দায় আর মানুষ বহন করে না। বরং এমনটাই বিশ্বাস করে যে কোন মিথ্যা ভাষণে যদি কাহারো ক্ষতি না হয় সেই মিথ্যা ভাষণ আদপেই দোষনীয় নয়। কোনটা দোষের কোনটা দোষের নয় সে বিচারের ভার কি আমার হাতে আছে? আমরা শুধু বলতে পারি আমার পক্ষে কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক নয় সেটা ঠিক করা, কোনটা পালন করা উচিত কোনটা পালন করা উচিত নয় তা নিরূপণ করা। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে ভিন্ন। বুদ্ধের সময়কালে, আনুমানিক প্রায় ষষ্ঠ শতকে, ষোড়শ মহাজনপদের অন্তর্গত একটি শক্তিশালী জনপদ ছিল নাম বজ্জী এবং বৈশালী নগরী ছিল উহার রাজধানী। বজ্জী একটি প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য ছিল। এই রাজ্যটি ছিল সমৃদ্ধশালী এবং বহিঃশত্রুর নিকট অপরাজেয়। বৈশালী নগরবাসীরা ছিল অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মনিষ্ঠ একটি জাতি। ভগবান বুদ্ধ তাদের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে যতদিন তাহারা এইরূপ থাকিবে ততদিন তাহারা শত্রুদের নিকট অজেয় থাকিবে। বজ্জীদের সেই নীতিবোধ, সেই শৃঙ্খলা পরায়নতা, আজ আমরা আর দেখতে পাইনা। বৈশালীর মতো সুশৃঙ্খল জাতি এখন আর নাই। এখন একক নেতৃত্বের বদলে উঠিয়া আসিয়াছে দল ভিত্তিক যৌথ নেতৃত্ব। সেই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নেতাদের বড় বড় কাট-আউট, ছবি, পোষ্টার ইত্যাদির প্রয়োজন হচ্ছে। বহিরাগতরা আসিয়া, যাদের সেই অঞ্চলের সঙ্গে বিন্দু মাত্র সম্বন্ধ নাই, সেখানকার নেতৃত্বের দাবিদার হয়ে যাচ্ছে। তারা একেকটি অঞ্চলের প্রতিনিধি হইয়া নির্বাচনে লড়িতেছে এবং ইহা মানুষ মানিয়া লইতেছে। কারন মানুষের চিন্তা করিবার শক্তি লোপ পেয়েছে। মানুষ অন্যের কথা শুনিতে বেশী ভালোবাসে। তাহারা যেকথা বলিতাছে তাহা যুক্তি দিয়া ভাবিয়া দেখিতেছে না। ইহার ফলশ্রুতি যাহা হইবার তাহাই হইতেছে।

আমাদের সমস্যাটা হলো আমরা কোনো স্থির সিদ্ধান্তে সহসা উপনীত হইতে পারিনা। কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে বাবা-কাকা-দাদা-শিক্ষক প্রমুখ কোনো না কোনো প্রিয় মানুষকে অনুসরন করিয়াই আমরা বিশ্বাসে স্থির হই। ইহাতে নিজস্ব বিশ্বাসের বিন্দু মাত্র ছাপ থাকে না এবং সেই বাবা-কাকা-দাদা-শিক্ষকরা সুষ্ঠ ভাবে চিন্তা করার প্রশিক্ষণও দিতেছে না। এই শিক্ষাটা ভুল শিক্ষা। নিজস্ব চিন্তা জাগরিত করিবার কারিগর আমাদের মাঝে এখন আর দেখা যায় না। আমাদের শিক্ষায়তন গুলিতে প্রকৃত জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করিবার পরিবর্তে এক শ্রেণীর রোবোট নির্মাণের দিকেই ঝোঁক দেখা যায়।

বুদ্ধের অনুসারী হইয়াও এ হেন তরল মতির মানুষ আমরা কেমন করিয়া হইলাম বলিতে পারিনা। তবে সমাজ জীবন গড়াইয়া চলিতেছে। তাহাকে রোধ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। এ হেন পরিস্থিতিতে আমরা এইটাই শুধু বলিতে পারি তুমি নিজে জ্ঞাত হও এবং মনে মনে স্থির সংকল্প হও যেন তুমি নিজে নিজস্বলব্ধ জ্ঞান হইতে বিচ্যুত না হও।

একটি শিশুর বাক্য স্ফুরনের কালীন সময়ে আমার উপস্থিত থাকিবার সুযোগ হইয়া ছিল। সেই শিশুটি বাক্য স্ফুরনকালে প্রথমে 'মা' বা 'বাবা' কথাটি উচ্চারণ করে নাই, যেমনটি সচরাচর হইয়া থাকে, পরিবর্তে বলিয়াছিল 'এটা কী'। যেন বিশাল এই পৃথিবীর সব কিছু জানার প্রতি তার তীব্র আগ্রহ ছিল। তাই তাহাকে যা কিছু শেখানো হয় তাহার জবাবে সে বলিত 'এটা কী', সে যেন আরো বেশী কিছু জানিতে চাইত। সেই কারনেই সে বোধহয় বলিয়া উঠিত 'এটা কী', ঐ শিশুটিকে তার জিজ্ঞাসার পুরণ করিবার মতো মানুষ আমি দেখি নাই। তাহার জ্ঞানার্জনের সমস্ত ভার আমরা তার ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দিয়াছি। গৌতম বুদ্ধের মতন এমন একজন মহাপুরুষের সান্নিধ্যে থাকিয়াও আমরা কিছুই করতে পারিলাম না। আমরা এমনই অভাগা।

সারা বাংলা শ্রুতি নাটক প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হলো 'ফেডারেশন'

"বাঙুর নাট্যনেশা" সংস্থা আয়োজিত ১৯-২১ জানুয়ারি, ২০২৪ তিন দিনব্যাপী সারা বাংলা শ্রুতিনাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে "অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিষ্টস"। বিগত ১৯শে জানুয়ারি আমাদের সংগঠনের সদস্যরা পরিবেশন করে শ্রুতি নাটক "বুদ্ধ ও ব্রাহ্মণ সন্তান"। মূল নাটকটি রচনা করেছেন শ্রী পুলকেশ মুৎসুদ্দি এবং পরিচালনা করেন শ্রীমতি সাধনা বড়ুয়া। নাটকটির চরিত্র রূপদানে অংশগ্রহণ করেন 'ফেডারেশন'-এর সদস্যবৃন্দ যথাক্রমে শ্রী অনুপম বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া এবং শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া। আবহ সঙ্গীতে ছিলেন শ্রী আশীষ ঘোষ।

নাটকটির মূল বিষয় ছিল, এক গরিব ব্রাহ্মণ সন্তান তাঁর পিতার পারলৌকিক কর্ম সম্পাদনের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, তা জোগাড় করতে পারেনি। এমতাবস্থায় একান্তই নিরুপায় হয়ে সে তথাগতের শরণাপন্ন হয়, তথাগত বুদ্ধ খুব সহজ-সরল যুক্তি ও তার বাস্তব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ সন্তানের মনের সমস্ত অন্ধকার দূর করে আলোর পথের সন্ধান প্রদান করেন।

পশ্চিমবঙ্গের ৮টি জেলা এবং সুদূর মুম্বাই থেকে একটি সর্বমোট ৫০টি নাটক দল এই শ্রুতি নাটক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। নাটক গুলি পরিবেশিত হয় কলকাতার বাঙুর এভিনিউ-এর "কলকাকলি মুক্তমঞ্চ"-এ।

"বুদ্ধ ও ব্রাহ্মণ সন্তান" নাটকটির শ্রুতি মধুরতা উপস্থিত বিচারক মন্ডলী ও শ্রোতাদের উচ্চ প্রশংসা অর্জন করে এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্য রচনা স্বরূপ "তৃতীয় শ্রেষ্ঠ মৌলিক নাটক"-এর সম্মানে পুরস্কৃত হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সন্ধ্যায় কলকাকলি মুক্তমঞ্চে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস' সংগঠনের পক্ষ থেকে সকলের কাছে আমাদের আন্তরিক আবেদন পত্রিকার এই প্রকাশনা তহবিলে আর্থিক অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

A/C Name :
All India Federation of Bengali Buddhists
A/c No. : 1209590472
IFSC Code : CBIN0281055
Bank Name : Central Bank of India
Branch Name : Entally

সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে 'ফেডারেশন'-এর অঙ্গীকার

'সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না,
তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"Pay Back to Society"

—Dr. B R Ambedkar

গত ২১শে নভেম্বর ২০২১ আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গোসাবা অঞ্চলের এক প্রত্যন্ত গ্রামে। সুন্দরবন অঞ্চলের সেই গ্রামে কিছুদিন পূর্বেই এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সেখানকার মানুষদের দৈনন্দিন জীবন নানানভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। দৈনিক এক সংবাদ পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, সেই অঞ্চলের অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের বই, খাতা সহ আরো অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রী এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝড়-জলে নষ্ট হয়ে গেছে এবং এই মুহূর্তে নতুন করে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্রী কেনাটা তাঁদেরকে আর্থিকভাবে অসুবিধার সম্মুখীনে ফেলেছে। এই বেদনাদায়ক সংবাদ আমাদের সংগঠনের সদস্যদের হৃদয় স্পর্শ করে যায়। তাৎক্ষণিক প্রায় ১ লক্ষ টাকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্রী নিয়ে কিছুদিন পরই আমরা পৌঁছে যাই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলের "গোসাবা আর. আর. গভঃ স্পনসর্ড ইনস্টিটিউশন" নামক এক সরকারি বিদ্যালয়ে। গোসাবা ব্লক বিদ্যালয় উপ-পরিদর্শক মহাশয় সহ অন্যান্য সরকারি আধিকারিকদের সহচর্যে তথা তত্ত্বাবধানে ঐ পরিস্থিতিতে প্রায় ১০০ জন ছাএ-ছাত্রীদেরকে আমরা শিক্ষা সামগ্রী দেওয়ার মাধ্যমে পাশে থাকার চেষ্টা করেছিলাম। সামান্য পাশে থাকার প্রচেষ্টা জন্ম দিল এক নতুন চেতনার। শুভ সূচনা হল আমাদের নতুন যাএার।

পরের বছর অর্থাৎ ২০২২ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল কলকাতার মোমিনপুরের রেমাউন্ট রোড সংলগ্ন সোনার ডেনগি অঞ্চল। সমাজের মূল স্রোত থেকে পিছিয়ে থাকা প্রায় ৭০ জন ছাএ-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা সামগ্রী ও খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আমাদের সংগঠনের সদস্যরা পৌঁছে যায় সেই অঞ্চলে।

এর পরবর্তীতে ১৪ই এপ্রিল ২০২৩ বাবাসাহেব ড. বি আর আম্বেদকরের ১৩২-তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার উস্তি থানার অন্তর্গত মহিষামুরি গ্রামের "মহিষামুরি বুদ্ধ অমিতাভ বিদ্যানিকেতন" এর প্রায় ৭০ জন ছাএ-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে স্কুল ব্যাগ সহ নানান শিক্ষা সামগ্রী ও কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আমরা চলে আসি মহিষামুরি গ্রামে।

এই বছরের অর্থাৎ ভারতবর্ষের ৭৫তম "প্রজাতন্ত্র দিবস" উপলক্ষ্যে আমাদের শিক্ষা সামগ্রী বিতরণের গন্তব্য স্থল ঠিক হয় কলকাতার পটারি রোড অঞ্চলে অবস্থিত "আপনা অধিকার" নামক এক NGO সংস্থার শিক্ষা কেন্দ্র। প্রায় ৬০ জন ছাএ-ছাত্রীদেরকে দু'টি করে খাতা, ২টি পেন্সিল, ২ টি রাবার, ১টি পেন্সিল কাটার, ১টি বড় স্কেল, ১টি করে পেন দেওয়া হয়। এছাড়া এই উপলক্ষ্যে কিছু খাদ্যদ্রব্যও দেওয়া হয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক শ্রী (ড.) সুজিত কুমার বড়ুয়া মহাশয়, সম্পাদকগণ শ্রীমতি কাজরী বড়ুয়া, শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া, শ্রী সুপ্রিয় বড়ুয়া, শ্রী নবারুণ বড়ুয়া, সহ সম্পাদক শ্রী সুজিত কুমার বড়ুয়া, সদস্যগণ: শ্রীমতি মৈত্রীকা বড়ুয়া, শ্রী সারিপুএ মুৎসুদ্দি, শ্রী আরণ্যক বড়ুয়া, শ্রী বিমল বড়ুয়া প্রমুখ।

পথ অনেক বাকি, তাই চলতে আমরা থাকি!

ফেডারেশন বার্তা'র কর্মসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, **সম্পাদক**—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—শ্রী নবারুণ বড়ুয়া, **সদস্যবৃন্দ**—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রীমতি সঙ্গীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া।

প্রকাশক—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া
(সাধারণ সম্পাদক, 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস')

"মরণোত্তর শ্রাদ্ধ নয় শ্রদ্ধা" শীর্ষক সেমিনার হল গোসাবায়

প্রচলিত প্রথানুসারে মানুষের মৃত্যুর পরবর্তীতে তাঁর পারলৌকিক ঊর্ধ্বগতির জন্য আত্মীয়-পরিজনরা নিয়ম মেনে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু দঃ চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলের গোসাবায় এক ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকলাম আমরা ফেডারেশনের সদস্যরা। বিগত ১৭ই মার্চ ২০২৪ আমাদের সংগঠনের পরমহিতৈষী মাননীয় শিক্ষক শ্রী পরেশ দেবনাথ মহাশয় তাঁর প্রয়াত পিতা হৃষিকেশ দেবনাথের স্মরণ সভা উপলক্ষ্যে এক সেমিনার আয়োজন করেছিলেন সুন্দরবনের গোসাবা দ্বীপে। বিষয় ছিল "মরণোত্তর শ্রাদ্ধ নয় শ্রদ্ধা"। এই অনুষ্ঠানে বহু গুণীজনের সঙ্গে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদককে বক্তা হিসাবে আহ্বান করা হয়েছিল। তাঁর বিষয় ছিল, "বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের সমাজ, ধর্ম ও জীবন"। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের জীবন চারণ, সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তথা "বুদ্ধচর্চা"র প্রতি দায়বদ্ধতা তৎকালীন সময়ে বঙ্গীয় সমাজ ব্যবস্থায় যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, সে বিষয়ে সাধারণ সম্পাদক বিস্তৃত বর্ণনা সহকারে বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভায় অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তারা ছিলেন অধ্যাপক সুধাকর সর্দার, সমাজকর্মী শরদিন্দু বিশ্বাস, চিকিৎসক কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়, সমাজকর্মী মিলন নির্ঝর মিধ্যা, শিক্ষক গৌতম অধিকারী প্রমুখ।। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে ব্যক্ত করেন যে—জাতপাতের বিভাজনকে অব্যাহত রাখতে আত্মা-পরমাত্মার আজগুবি তত্ত্ব হাজির করে জনসাধারণকে লুঠ করার একটি ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রকল্পের নাম 'শ্রাদ্ধ'। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের কাছে এই শ্রাদ্ধ একটি বর্বরতার প্রদর্শনী। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বাড়িয়ে এই বর্বর প্রথার অবলুপ্তি ঘটাতে হবে এবং প্রকৃত শ্রদ্ধানুষ্ঠান আয়োজনে স্বচেষ্ট হতে হবে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রচুর মানুষের উপস্থিতি এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ এক অন্যমাত্রার বার্তা বহন করে। ফেডারেশনের সম্পাদকদ্বয় যথাক্রমে শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া, শ্রী নবারুণ বড়ুয়া এবং সদস্য শ্রীমতি সীমা বড়ুয়া সেমিনার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

যুব পুরস্কার—২০২৩

এই প্রথম কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক (Ministry of Culture, Government of India) এর অধীনস্থ "সাহিত্য অকাদেমি" (Sahitya Akademi) কর্তৃক 'যুব পুরস্কার' সম্বর্ধনা সমারোহ অনুষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা তথা অন্যান্য ভাষী সাহিত্য প্রেমী মানুষদের কাছে গত ১২ই জানুয়ারি ছিল এক আনন্দমুখর দিন। একাধারে ১০-১৪ জানুয়ারি "পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি"র (তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার) উদ্যোগে রবীন্দ্রসদন-নন্দন-বাংলা আকাদেমি প্রাঙ্গণে চলছিল "সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা—২০২৪", সঙ্গে আরেকটি পাওনা রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে 'যুব পুরস্কার' অনুষ্ঠান। সাহিত্য অকাদেমি কর্তৃপক্ষের এই বিশেষ দিনটি ভাবনার অন্যতম প্রধান কারণ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন তথা "জাতীয় যুব দিবস" (National Youth Day)। এই বিশেষ দিনেই ২৩টি ভাষার বর্তমান তথা ভবিষ্যতের সাহিত্যের কান্ডারীদের হাতে তুলে দেওয়া হল 'যুব পুরস্কার' সম্মান। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কবি সুবোধ সরকার মহাশয়, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অকাদেমির সভাপতি শ্রী মাধব কৌশিক মহাশয়, উপ-সভাপতি অধ্যাপিকা কুমুদ শর্মা মহাশয়া, সচিব শ্রী কে. শ্রীনিবাসরাও মহাশয়, আঞ্চলিক সচিব (কলকাতা) ড. দেবেন্দ্র কুমার দেবেশ মহাশয় প্রমুখ।

এই অনুষ্ঠানে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক শ্রী নবারুণ বড়ুয়া মহাশয়।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে "সাহিত্য অকাদেমি"র সভাপতি, উপ-সভাপতি, সচিব ও আঞ্চলিক সচিব পদাধিকারীদের সঙ্গে বিশেষ কিছু কাজের পরিকল্পনার বিষয়ে এক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আমাদের সংগঠনের সম্পাদক মহাশয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অঙ্গীকার

ড. সুমিত কুমার বড়ুয়া

"নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায়।
মমতা নামের প্লুত প্রদেশের শ্যামলিমা তোমাকে নিবিড়
ঘিরে রয় সর্বদাই।...
তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার?
উনিশ শ বাহান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী।"

কবি শামসুর রাহমানের 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' কবিতায় বাংলা ভাষা ও ভাষা আন্দোলনের এক ভাবকল্প রচিত হয়েছে। কবি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় বলেছেন—'একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রঙ'। এই চেতনার পথেই একাত্তরের স্বাধীন বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করেছিল।

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বরে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী পালন করা হয়। পৃথিবীর সকল বাংলাভাষী অঞ্চলে এই দিন বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পালিত হয়ে থাকে। এই বিশেষ দিনটি 'শহীদ দিবস' রূপেও পরিচিত যার সঙ্গে বাংলাদেশের বাঙালি জনগণের ভাষা আন্দোলনের মর্মন্তুদ ও গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে এইদিনে মাতৃভাষা বাংলাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকায় আন্দোলনরত বাঙালি ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে অনেক তরুণ ছাত্র শহীদ হন। যাঁদের মধ্যে রফিক, জব্বার, শফিউর, সালাম, বরকত উল্লেখযোগ্য এবং এই কারণে এ দিনটি শহীদ দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। বঙ্গীয় সমাজে বাংলা ভাষার অবস্থান নিয়ে বাঙালির আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধানের সূত্রে যে ভাষাচেতনার উন্মেষ ঘটে, তারই সূত্র ধরে বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় ১৯৪৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে ভাষা-বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চে এই বিষয়ে সীমিত পর্যায়ে আন্দোলন সূচিত হয়ে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি তার চরম প্রকাশ ঘটে। ওইদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাজপথে বেরিয়ে এলে তাদের ওপর পুলিশের চালানো গুলিতে আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, আবদুস সালামসহ কয়েকজন ছাত্রযুবা হতাহত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ ঢাকাবাসী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে সমবেত হয়ে নানা নির্যাতন সত্ত্বেও ছাত্রদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরা প্রতিবাদ জানাতে পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি আবার রাজপথে নেমে আসে, মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহীদদের জন্য অনুষ্ঠিত জানাজায় অংশগ্রহণ করে। ভাষাশহীদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য ২৩ ফেব্রুয়ারি এক রাতের মধ্যে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে গড়ে ওঠা একটি স্মৃতিস্তম্ভকে পাকিস্তানি সরকার ২৬ ফেব্রুয়ারি গুঁড়িয়ে দেয়। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির চেতনায় আরও সম্প্রসারিত হয়।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলন পূর্ব বাংলার বাঙালির আত্মপরিচয় ও স্বরূপ চেতনায় একটি পথ আবিষ্কার করেছিল। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে ৭ মে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে সরকার বাধ্য হয়। ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ছিল অসাধারণ। বাঙালির ভাষা আন্দোলনের চেতনাই ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের গণ অভ্যুত্থানের জন্ম দেয়, যার পরিণতি রূপে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতার যুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস রচিত হয়েছে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলায় বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়েছে। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে 'বাংলা ভাষা প্রচলন বিল' পাশ হলে তা ৮ মার্চ থেকে কার্যকর হয়।

১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আন্নানের কাছে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার শহরে বসবাসরত দুই বাঙালি রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালামের প্রাথমিক উদ্যোগে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার আবেদন জানানো হয়। রফিক, আব্দুস সালামের সঙ্গে 'মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার্স অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড' নামের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে জাতিসংঘের প্রতি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সংক্রান্ত আবেদন করা হয়। জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে ১৮৮টি দেশের সমর্থনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রূপে ঘোষণা করা হয়। ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি জাতিসংঘের সদস্যদেশসমূহ যথাযথ মর্যাদায় পালন করে আসছে। ২০১০ সালের ২১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করার প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাস হয়।

বাঙালির নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে একুশের চেতনা বাঙালিকে বৃহত্তর সংগ্রামে উদ্দীপ্ত করেছে। এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্ম একুশের উজ্জীবনকে ধারণ করেই বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও জনচেতনাকে উদ্দীপিত করছে। বাঙালি জাতিসত্তা নির্মাণে ও স্বাধীন দেশ অর্জনে একুশের প্রেরণা আজ কেবল বাংলাদেশের ইতিহাসে আবদ্ধ হয়ে নেই। পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, স্বাধিকারের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। বর্তমানে ভারতে মোট ভাষার সংখ্যা শ'খানেক হলেও ২২টি ভাষা সরকারী তালিকাভুক্ত এবং ৪টি ভাষাকে ঐতিহ্যবাহী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয়ভাবে দাপ্তরিক ভাষা হিন্দি ও ইংরেজির গুরুত্ব স্বীকৃত। ১৯৬১ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক অসম সরকার কেবল অহমীয় ভাষাকে অসমের একমাত্র সরকারি ভাষা করার সিদ্ধান্ত নিলে আন্দোলন হয়। পরে অবশ্য বাংলাকেও স্বীকৃতি দেয় প্রাদেশিক সরকার। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে হিন্দিকে একমাত্র সরকারি ভাষা করার করার প্রতিবাদে ভারতে সবচেয়ে বড় ভাষাকেন্দ্রিক আন্দোলন সূচিত হয়। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি তীব্র আন্দোলন শুরু হলে দলে দলে মানুষ রাজপথে নেমে আসে। দক্ষিণাঞ্চলে, বিশেষ করে মাদ্রাজে প্রায় দুইমাস ধরে সহিংসতা চলে। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৭ সালে হিন্দির সঙ্গে ইংরেজিকেও ব্যবহারিক সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও মাতৃভাষা নানা অধিকার আদায়ের আন্দোলনে অন্যতম নিমিত্ত হয়ে উঠেছে। ভাষাকে কেন্দ্র করে বেলজিয়ামে ফ্রেঞ্চ-জার্মান-ডাচ, ইউরোপের বলকান অঞ্চল, স্পেনের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য, আফ্রিকার গোল্ড কোস্ট অঞ্চল; উনিশ শতকে গোটা মধ্যপ্রাচ্য আরবি-ফারসি-তুর্কি কিংবা তৎকালীন মেক্সিকোর উত্তরাংশে স্প্যানিশ-ইংরেজি, সপ্তদশ-অষ্টদশ শতকে চিনে ম্যান্ডারিন-মাঞ্চুরিয়ান বিরোধ ইত্যাদি নানাভাবে নানা রূপে জাতীয়তাবাদী স্বাধিকার ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যরক্ষার আন্দোলনে উপলক্ষ্য হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার চেতনা হল সংখ্যাগরিষ্ঠতার অহমিকায় আমরা যেন আমাদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর কথা ভুলে না যাই। তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও ভাষারক্ষার দায়িত্বও সংখ্যাগরিষ্ঠের। নিজের মাতৃভাষার অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সকল মাতৃভাষার প্রতি সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধা কাঙ্ক্ষিত।

মাতৃভাষার চেতনার সঙ্গে আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির শিকড়ের

অনুসন্ধান অতীব তাৎপর্যময়। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালি বৌদ্ধদেরও জাতিসত্তা ও আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান চলেছে। বাঙালি বৌদ্ধদের নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষার দায় ও দায়িত্ব গ্রহণের মধ্যে দিয়ে সামগ্রিকভাবে বাঙালি জাতিসত্তার অগ্রগতির যে প্রচেষ্টা "অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস" সংগঠনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে তা নানা কেবল বৌদ্ধবিহার সংক্রান্ত কার্যাবলীর মধ্যে আবদ্ধ নেই। সামাজিক দায়বদ্ধাতার সূত্রে বাঙালি বৌদ্ধদের এই প্রচেষ্টা যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠতে পারে তার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু।

ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ শায়িত বুদ্ধ মূর্তি দর্শনে ফেডারেশন

গত ২৬শে নভেম্বর ২০২৩ 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস' সংগঠনের প্রায় ২০ জন সদস্য বুদ্ধ গয়ার সন্নিকটে অবস্থিত 'বুদ্ধ ইন্টারন্যাশনাল ওয়েলফেয়ার মিশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা তথা সাধারণ সম্পাদক ভদন্ত আর্যপাল ভিক্ষু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ শায়িত বুদ্ধ মূর্তি (১০০ ফুট) দর্শনের সাক্ষী থাকলো। ভদন্ত আর্যপাল ভিক্ষু মহোদয়ের উদ্যোগে এই বুদ্ধ মূর্তি কেবল বুদ্ধ গয়ার পর্যটকদের আকর্ষণে আজ আর সীমাবদ্ধ নেই। আনুষ্ঠানিকভাবে ৩রা ডিসেম্বর ২০২৩ উদ্বোধনের পরবর্তীতে আজ এই স্থানটি বিহার তথা ভারতবর্ষের পর্যটকদের কাছে এক আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দুতে রূপান্তরিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বিহার রাজ্য সরকারের পর্যটন বিভাগ এই স্থানটিকে তাদের পর্যটন মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ভন্তের এই উদ্যোগকে ফেডারেশনের সকল সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে আমরা বন্দনাসহ সাধুবাদ জানাচ্ছি।

বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস

গত ১৮ই এপ্রিল ২০২৩ বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস (World Heritage Day) উপলক্ষ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তর্জালিক মাধ্যমে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা সভায় বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন 'ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ'-এর মুম্বাই মন্ডলের তত্ত্বাবধানকারী প্রত্নতত্ত্ববিদ ড. শুভ মজুমদার মহাশয়। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার ভরতপুরে অবস্থিত বৌদ্ধ স্তূপকে কেন্দ্র করে এই বিশেষ দিনটির গুরুত্ব তিনি ব্যাখ্যা করেন।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, All India Federation of Bengali Buddhists-এর একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল **www.aifbb.org**। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ফেডারেশন বার্তা' এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই পাবেন। আমাদের প্রত্যাশা আপনাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

এছাড়া আমাদের সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ও সংযুক্ত হওয়ার কয়েকটি মাধ্যম হল—

Call / WhatsApp number : 9433493447/8013324845
Email Id : federation1973@gmail.com
Facebook Page : All India Federation of Bengali Buddhists
YouTube Channel : All India Federation of Bengali Buddhists

"আমাদের কন্যা"

১। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা-৫'১", সঙ্গীতে পারদর্শী। দূরভাষ : 8420340686।
২। **পাত্রী :** সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৪০, উচ্চতা-৫'৩", রং ফর্সা, দূরভাষ : 9433806800।
৩। **পাত্রী :** বয়স ২৮, উচ্চতা-৫'৫", যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। দূরভাষ : 9800678720।
৪। **পাত্রী :** চাকদা-নদিয়া নিবাসী রেলওয়েতে ড্রাইভার, বয়স ২৭+ উচ্চতা-৫'৪"। দূরভাষ : 9432437856।
৫। **পাত্রী :** শ্যামনগর নিবাসী, স্নাতক, বয়স-২৯, উচ্চতা-৫', দূরভাষ : 9748053414।
৬। **পাত্রী :** MA, B.Ed, শিলিগুড়ি, বয়স- ৩০, দূরভাষ : 947558546।
৭। **পাত্রী :** B.Sc, উচ্চতা-৫'৪", বয়স-২৯, ইছাপুর, দূরভাষ : 9433242569।
৮। **পাত্রী :** কলকাতা নিবাসী M.Sc., বয়স-২৬, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 9231385090।
৯। **পাত্রী :** জামসেদপুর নিবাসী, M.Com., বয়স-৩১, উচ্চতা-৫'২", বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা, দূরভাষ : 9609841547।
১০। **পাত্রী :** বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত, বর্তমানে US নাগরিক। USA-তে শিক্ষিতা এবং কর্মরতা Software Engineer, বয়স-২৮। USA-তে বসবাসকারী বা বসবাসে ইচ্ছুক ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বা সমতুল্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগে ই-মেইল evns5223@gmail.com
১১। **পাত্রী :** রিষড়া নিবাসী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 9830504664।
১২। **পাত্রী :** দিল্লী নিবাসী, MBA, বয়স-৩৩, উচ্চতা-৫'৭", বর্তমানে দেরাদুনে কর্মরতা, Asst. Professor, দূরভাষ : 9871291030, 9958659166, ই-মেইল- pbarua16@gmail.com
১৩। **পাত্রী :** যোধপুর নিবাসী, MSc. (Biotechnology), বয়স-২৭, উচ্চতা-৫'৬", গুরুগ্রামে (দিল্লী) কর্মরতা, দূরভাষ : 9871291030, 9958659166, ই-মেইল- pbarua16@gmail.com
১৪। **পাত্রী :** বেলঘরিয়া নিবাসী, B.A. LLB(C.U.) পেশা-ওকালতি, বয়স-২৮, উচ্চতা-৫', দূরভাষ : 8240615036 / 9681748473.
১৫। **পাত্রী :** বেলঘরিয়া নিবাসী, B.A. (C.U.) বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতা, বয়স-২৬, উচ্চতা-৫', দূরভাষ : 8240615036 / 9681748473.
১৬। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, MBBS-MD পাঠরত, বয়স-৩২, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 7980895909.

"আমাদের পুত্র"

১। **পাত্র :** গড়িয়া নিবাসী, MBA পাশ, কলকাতায় বেরসকারি সংস্থার Asst. Manager বয়স-৩৫, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 8334870803।
২। **পাত্র :** বয়স-৩৪, উচ্চতা-৫'৭", শিক্ষা- B.Tech (JNTU, Hyderabad), বর্তমানে আমেরিকায় MBA পাঠরত। দূরভাষ : 9000666084 / 9163934609।
৩। **পাত্র :** কলকাতা নিবাসী, B.E (Civil), বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৪", কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টে কর্মরত, দূরভাষ : 9874639662।
৪। **পাত্র :** রাউরকেল্লা নিবাসী, B.Tech, বয়স-৩৪, উচ্চতা-৫'৯", পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে কর্মরত, দূরভাষ : 7847079849।
৫। **পাত্র :** শিলিগুড়ি নিবাসী, B.Com (H), সরকারি চাকুরী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৯", দূরভাষ : 9832093979।
৬। **পাত্র :** ইছাপুর নিবাসী, B.E. (শিবপুর), Asst. Manager NTPC, বয়স-২৯, উচ্চতা-৬', দূরভাষ : 8902051061।
৭। **পাত্র :** বেহালা নিবাসী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'১০" , উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ, S.E.Railway-তে কর্মরত, দূরভাষ : 9051629857, 9433572917।
৮। **পাত্র :** দমদম ক্যান্টনমেন্ট নিবাসী, MBA, বেসরকারী সংস্থার ম্যানেজার, বয়স-৪০, উচ্চতা-৫'৪" , দূরভাষ : 8910630912।
৯। **পাত্র :** চেন্নাই নিবাসী, MA, স্কুলে নৃত্য শিক্ষক, বয়স-৪২, উচ্চতা-৫'৮", বাড়ি-কালনা (পূর্ব বর্ধমান), দূরভাষ- 94749 18883।
১০। **পাত্র :** জামসেদপুর নিবাসী, MBA, বেসরকারী সংস্থার ম্যানেজার, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৮" , দূরভাষ : 7783079238।
১১। **পাত্র :** চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ তথা কানাডার স্থায়ী নাগরিক, Economics Masters & MBA, Financial Co. চাকুরীরত, সুশ্রী লম্বা ও উচ্চশিক্ষিত পাত্রী কাম্য, বয়স-৩০, দূরভাষ : 8420236669, E-mail : bbarua25@gmail.com।
১২। **পাত্র :** ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত SBI অফিসার, বয়স-৩৭, উচ্চতা-৬'১" , দূরভাষ : 8789954206।
১৩। **পাত্র :** কানাডার নাগরিক, PG (Global Magmt–Canada) MBA (India), চাকুরীরত, বয়স-৪০, উচ্চতা-৫'১১" , দূরভাষ : 9871291030, 9958659166।
১৪। **পাত্র :** জলপাইগুড়ি নিবাসী, বি.এ. পাশ; বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত, উচ্চতা-৫'৬", দূরভাষ : 9832342598।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

অধ্যাপিকা মৈত্রিকা বড়ুয়া

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ৮ই মার্চ দিনটিকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক নারী দিবস রূপে ঘোষণা করে। বিশ্বব্যাপী পালিত এই দিনটির মূল লক্ষ্য সমাজের সর্বস্তরে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমানাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। নারী দিবস পালনের উদ্দেশ্য হল মহিলাদের কৃতিত্ব ও অবদান উদ্‌যাপন। প্রতি বছর নারী দিবস পালনের জন্য নির্দিষ্ট বিষয় বা 'থিম' নির্বাচন করা হয়। ২০২৪ সালের নারী দিবস পালনের বিষয় হল 'অনুপ্রাণিত অন্তর্ভুক্তি' (Inspire Inclusion)।

নারী অধিকার রক্ষার সংগ্রাম শুরু শ্রমজীবী মহিলাদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের এক সূচ তৈরী কারখানার নারী শ্রমিকেরা ১৮৫৭ সালের ৮ই মার্চ কাজের পরিবেশ, অসম মজুরি ও দীর্ঘ কর্মদিবসের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ১৮৬০ সালে এই শ্রমজীবী নারীরা শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করে। এরপর ১৯০৮ সালে ভোটাধিকার এর জন্য আন্দোলন শুরু করে। পরের বছর আমেরিকার সোসালিস্ট পার্টি সর্বপ্রথম জাতীয় নারী দিবস ঘোষণা করে। ১৯১০ সালে মহিলাদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। ১৯১০ সালের ২৭শে আগস্ট কোপেনহেগেন-এ আয়োজিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে ১৭টি দেশের ১০০ জন নারী প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ক্লারা জেটকিন ও ক্যাথে ডাঙ্কারের স্বাক্ষরিত ঘোষণা পত্রে ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শ্রমজীবী মহিলাদের এই আন্দোলন বিভিন্ন দেশে নারীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামের সূচনা করে।

প্রথমাবস্থায় নারী অধিকার অর্জনের আন্দোলনের প্রকৃতি ছিল সংস্কারপন্থী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কখনো সম-মজুরীর দাবিতে, কখনও ভোটাধিকার এর দাবিতে, কখন বিবাহ বিচ্ছেদ বা নিরাপদ গর্ভপাতের দাবিতে বিভিন্ন দেশে আন্দোলন চালিত হত। এই দাবি গুলি পূরণ হলেও কিন্তু সমাজের নারী পুরুষ বৈষম্য বা নারী নির্যাতন হ্রাস পায় না। নারী-পুরুষ সমানাধিকারের জন্য প্রয়োজন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন। প্রয়োজন অর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন। এই পরিবর্তন গুলির দিকে লক্ষ্য রেখে বিগত শতাব্দীর ৬০-এর দশকে নারী আন্দোলনের দিক পরিবর্তিত হয়।

১৯৬৩ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বেটি ফ্রিডানের 'The Feminine Mystique' বইটি প্রকাশিত হয় এবং সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সংস্কারপন্থী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক নারী আন্দোলন এর পরিবর্তে যৌথ বৈপ্লবিক প্রকৃতির আন্দোলন শুরু হয়। সমানাধিকারের সাথে সাথে নারী সচেতনতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। মূলক নারীবাদের প্রকাশ ঘটে। এরা বলেন যে শ্রেণী, জাতি, ধর্মের মত লিঙ্গও সামাজিক বৈষম্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এদের মত লিঙ্গ বৈষম্য ও পীড়নমূলক ব্যবস্থার ভিত্তিতে সমাজ গড়ে উঠেছে। নারীর ক্ষমতাহীন ও মর্যাদাহীন হওয়ার কারণ পিতৃতন্ত্রের প্রভাব। ধর্ম, সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা, নৈতিকতার সর্বস্তরে পিতৃতন্ত্রের প্রভাব রয়েছে। নারীবাদী কেট মিলেট বলেন, "রাষ্ট্রও অন্যান্য পিতৃতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মত একটি প্রতিষ্ঠান"। তাঁর মত এই যে ব্যক্তিগত পরিসর রাজনীতির অঙ্গ। এই সময়ে নারীর অধিকার ও লিঙ্গ সমতার লক্ষ্যে আন্দোলন চালিত হয়।

নারীর অধিকার রক্ষার ধারাবাহিক আন্দোলনকে ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ মান্যতা দান করে। সমাজের বাধা, দারিদ্র, নারী-পুরুষ বৈষম্য, অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে নারীদের আপোষহীন সংগ্রামকে স্বীকৃতি দিতে জাতিসংঘ ৮ই মার্চ দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস রূপে ১৯৭৫ সালে ঘোষণা করে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস স্বীকৃত হওয়ার পরেও নারী আন্দোলন স্তিমিত হয় না। দ্বিতীয় পর্যায়ের নারীর অধিকার ও লিঙ্গসমতার জন্য আন্দোলন সফল না হওয়ায় তৃতীয় পর্যায়ের নারী আন্দোলন শুরু হয়। এই পর্যায়ে ক্ষুদ্র পরিসর রাজনীতির (Micro Politics) উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কর্মক্ষেত্রে উৎপীড়ন, যৌনতা, মনস্তাত্ত্বিক শোষণ ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে ধর্মচর্চা, পূজা, বিবাহাদি ক্ষেত্রে নারীর পৌরহিত্যের অধিকারের জন্য ধর্মসংক্রান্ত নারীবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা দিবস এবং সংঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

বিগত ১০ই এপ্রিল ২০২৪ মধ্যকলকাতাস্থ "বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র"-এর ৩৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস তথা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সংঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের ১০৫তম জন্মজয়ন্তী যথাযথ মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপিত হল। এই উপলক্ষ্যে উক্ত দিনে মহাস্থবিরের প্রতিকৃতিতে পুষ্প প্রদান, স্মৃতি সভা এবং সংঘদান সভা আয়োজিত হয়। কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে এবছর ৯ জন কুলপুত্র প্রব্রজ্যাধর্মে দীক্ষিত হন ৯ই এপ্রিল সায়াহ্নে। নবপ্রব্রজিত শ্রমণদের অভিবাদন জানানো হয় শ্যামনগর থেকে আগত শিল্পীদের বুদ্ধকীর্তন পরিবেশনার মাধ্যমে। স্মৃতি সভায় প্রাজ্ঞ ভিক্ষুগণ এবং মহাস্থবিরের অনুরাগীরা "বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র" প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য এবং বিগত বছর সমূহে নানাবিধ মানব কল্যাণকারী কার্যক্রমের বিষয়ে বিশদে আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্র তথা মহাস্থবিরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। নবপ্রব্রজিত শ্রমণেরা ৯-১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বৌদ্ধ নীতি-শিক্ষা-সূত্রপাঠ এবং ধ্যানানুশীলনের মাধ্যমে আত্মদর্শনে প্রশিক্ষিত হয়। অন্তিম দিনে অর্থাৎ ১৩ই এপ্রিল আয়োজিত হয় একদিনব্যাপী "আনাপানানু স্মৃতি" ভাবনা। শিবিরে ৩০ জন ধ্যানার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আধ্যাত্মিকতা, এবং বৈদগ্ধ্যর মেলবন্ধনে বুদ্ধচর্চার আদর্শ কেন্দ্র রূপে "বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র" এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

অঙ্কন শিক্ষা কেন্দ্র "প্রজাপতি"র শুভ উদ্বোধন

পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র উদ্যোগে স্থানীয় শিশুদের অঙ্কন শিক্ষায় পারদর্শী করার প্রচেষ্টা শুরু করলো অঙ্কন শিক্ষা কেন্দ্র "প্রজাপতি"। প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৫-৭টা পর্যন্ত মধ্যকলকাতার পন্ডিত ধর্মাধার সরণীর (পটারি রোড) "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন"-এ এই অঙ্কন ক্লাস সংগঠিত হচ্ছে। বিগত ২০শে এপ্রিল ২০২৪ এই শিক্ষা কেন্দ্রের শুভারম্ভ হয়। স্বল্প মাসিক অনুদানের ভিত্তিতে এলাকার শিশুদের মধ্যে এক শৈল্পিক চেতনা সঞ্চারিত করা এবং সার্বিকভাবে সাংস্কৃতিমনস্ক মানবিক গুণ সম্পন্ন তরুণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যেই এই শুভ প্রয়াস বলে সংস্থার কর্তৃপক্ষ ব্যক্ত করেন। বর্তমানে ২০ জন শিক্ষার্থী মাননীয় শিক্ষক শ্রী শ্যামল বড়ুয়া'র মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হচ্ছে। কেন্দ্রটির পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন শ্রীমৎ প্রজ্ঞারক্ষিত ভিক্ষু এবং তাঁকে যোগ্য সহযোগিতা করছেন শ্রী বিমল বড়ুয়া মহাশয়। এলাকাবাসীর প্রত্যাশা এই ধরনের শিক্ষা কেন্দ্র এক সুস্থ সামাজিক পরিমন্ডল তৈরীতে সহায়ক হবে।

জাপানি বুদ্ধ বিহারের ৮৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি (২০২৪) কলকাতার লেক রোডে অবস্থিত জাপানি বুদ্ধ বিহারের ৮৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান ছিল। এই উপলক্ষ্যে "ভারত জাপান বুদ্ধ সংঘ"-এর পক্ষ থেকে আমাদের সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে সংগঠনের প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যতম সম্পাদক মাননীয়া কাজরী বড়ুয়া মহাশয়া। উক্ত অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে ওঁনার বক্তব্যে উনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেন, তার মধ্যে অন্যতম বিষয় হল; ভারতীয় বাঙালি বৌদ্ধ ও জাপানি বৌদ্ধদের মধ্যে আগামী দিনে সংগঠন রূপে "ফেডারেশন" কিভাবে এক নতুন মেল বন্ধনের রূপরেখা তৈরি করবে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

● বিগত ২রা ফেব্রুয়ারি ২০২৪, শুক্রবার সন্ধ্যায় 'ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা'র (বুদ্ধগয়া) বরিষ্ঠ সদস্য তথা বিবেকনগর ত্রিরত্ন বিহারের অধ্যক্ষ, শ্রদ্ধেয় বিবেকানন্দ মহাস্থবির ইহলোক ত্যাগ করেন। প্রয়াণ কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বৎসর (১৯৪৩-২০২৪)। তিনি দীর্ঘ ৪২ বছর যাবৎ বিবেকনগর ত্রিরত্ন বিহারের অধ্যক্ষ পদে আসীন ছিলেন। তাঁর আন্তরিক আগ্রহে এই বিহারে বিগত কয়েকবছর যাবৎ "ব্যু-চক্র তথা 'মঘ' মেলা" আয়োজিত হচ্ছে। পল্লীবাসীদের আন্তরিক আগ্রহে বিগত ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ভন্তের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথাযথ সম্মানপূর্বক শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করা হয়।

আমরা ফেডারেশনের সকল সদস্যবৃন্দ প্রয়াত মহাস্থবিরের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

● ন্যাশনাল কমিশন ফর সিডুইল কাস্ট এন্ড সিডিউল ট্রাইব'-এর পূর্বতন সদস্য তথা প্রবীন বৌদ্ধ ভিক্ষু "লামা লোবজং" বিগত ১৬ই মার্চ ২০২৪ দিল্লীতে লোকান্তরিত হন। ৯৩ বৎসর বয়সী এই প্রবীণ লাদাখি বৌদ্ধ ধর্মগুরু দীর্ঘ ১৯ বৎসর যাবৎ ন্যাশনাল কমিশনের সদস্য ছিলেন। এই কমিশনকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেবার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ ব্যতীত তিনি লাদাখের সাধারণ মানুষদের উন্নততর স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে সারাজীবন নিরলস প্রচেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি দিল্লী এইমস এবং সফদরজং হাসপাতালের বিশিষ্ট চিকিৎসকদের লাদাখে পাঠিয়ে সাধারণ মানুষদের স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করেন।

লামা লোবজং "ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট কনফারেন্স", ওয়ার্ল্ড বুদ্ধিস্ট ফেলোশিপ" সহ বহু বৌদ্ধ সংস্থার সভাপতি ও অন্যান্য পদ অলংকৃত করেন।

সংগঠনের সকল সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে ওঁনার লোকান্তর প্রাপ্তিতে আমরা জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

● উত্তরবঙ্গের "সল বৌদ্ধ সঙ্ঘাশ্রম"-এর সুযোগ্য অধ্যক্ষ ভদন্ত প্রজ্ঞারত্ন মহাথের মহোদয় বিগত ৪ঠা জানুয়ারী ২০২৪ সকালে আসাম রাজ্যের ডিমাপুর জেলা হাসপাতালে ৬১ বৎসর বয়সে প্রয়াত হন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের অন্তিম ইচ্ছানুসারে আসাম রাজ্যের তিনসুকিয়াস্থ "কুমারী পাথর আর্যমিত্র বিহার"-এ থেরবাদী বৌদ্ধদর্শে যথাযথ মর্যাদা সহকারে শেষকৃত্যানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করা হয়।

প্রয়াত মহাথেরর প্রতি অন্তিম বন্দনা নিবেদন করে আমরা ফেডারেশনের সদস্যবৃন্দ বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

● কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন অধ্যাপিকা ড. মনিকুন্তলা দে হালদার বিগত ১৩ই মে ২০২৪ সন্ধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বৎসর (১৯৫২-২০২৪)। প্রয়াত অধ্যাপিকা হালদার ছিলেন পালি বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপিকা এবং "বৌদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা অধ্যয়ন" বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক (on line)। ২০০৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় UGC-র "University with Potential for Excellence"-এর জন্য নির্বাচিত হওয়ার সুবাদে দুটি নতুন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায়, যার অন্যতম হল "Centre for Buddhist Studies" ২০০৬। ২০০৭ সালে সেন্টারের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি ছিলেন একমাত্র অধ্যাপিকা। ২০০৭ সালে P. G. Diploma Course এবং ২০০৯ সালে M. A. Course চালু হয় Buddhist Studies-এর। দীর্ঘ ৭/৮ বছর অপেক্ষার পর ২০১৩ সালে Department of Buddhist Studies স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগ রূপে প্রতিষ্ঠা পায়।

অধ্যাপিকা (ড.) দে হালদারের বহু গবেষণা এবং প্রকাশিত পুস্তক বাংলায় বুদ্ধ চর্চার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

২০১৯ সালে অধ্যাপিকা (ড.) মনিকুন্তলা দে হালদার "পন্ডিত ধর্মাধার স্মারক বক্তৃতা" প্রদান করেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল "বঙ্গীয় বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়"। ওঁনার লোকান্তর প্রাপ্তিতে আমরা জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

● বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলী (গড়িয়া) নিবাসী শ্রী বিভাস চৌধুরী মহাশয় দীর্ঘ রোগভোগের পর বিগত ১৭ই এপ্রিল ২০২৪ প্রয়াত হন। তিনি ছিলেন আমাদের পরম সুহৃদ। তাঁর কন্যার পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে ফেডারেশন এর পক্ষ থেকে বিগত দুই বছর যাবৎ সার্বিক সহযোগিতা করা হচ্ছে। প্রয়াত বিভাস চৌধুরীর প্রতি আমরা সংগঠনের সদস্যবৃন্দ গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act -এর আওতাভুক্ত জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করুক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হোক "Archaeological Survey of India"-কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালি বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও 'মঘ' উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হোক।

(ঘ) বিহার সরকারের "The Bodh Gaya Temple Act"—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হোক এবং UNESCO World Heritage 'মহাবোধি মহাবিহার' বুদ্ধ বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হোক, তথা Management Committee-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হোক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধদের 'তপশিলী উপজাতি' (ST-Magh) শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হোক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হোক।

(চ) সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হোক।

সবিনয় নিবেদন

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করা হচ্ছে যে, পন্ডিত ধর্মাধার সরণীস্থ (পটারি রোড, কলকাতা-১৫) "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন"-এর নির্মাণ কার্য ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। এই ভবনটির একাংশ ত্রিতল এবং অপরাংশ চতুর্থতল বিশিষ্ট। দূরাগত যাত্রীবৃন্দ যাঁরা চিকিৎসা, তীর্থযাত্রা অথবা পরীক্ষার্থী, ভ্রমণযাত্রী তাঁদের স্বল্পকালীন অবস্থানের জন্য এই ভবনে বর্তমানে নয়টি ঘর ব্যবহারযোগ্য রয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে আগ্রহ ব্যক্তিবর্গ এই ভবনে অবস্থানের জন্যে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

কর্তৃপক্ষ;
পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
৫০আর/১এ, পন্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড),
এন্টালী, কলকাতা-৭০০০১৫
দূরভাষ ঃ ৮৯১৮৬৭২২৪৭ / ৯৪৩৩৪৯৩৪৪৭
ই-মেল ঃ panditdharmadharwelfaresociety@gmail.com

সংবাদ একনজরে

● **বিশেষভাবে সম্মানিত হলেন ভাষা ও সমাজ গবেষক শ্রী নীতীশ বিশ্বাস :** গত ৫-ই এপ্রিল ২০২৪ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক সেনেট হলে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হল ভারতের পূর্বতন উপ-প্রধানমন্ত্রী বাবু জগজীবন রাম-এর ১১৭-তম জন্মজয়ন্তী। এই অনুষ্ঠানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন জয়েন্ট রেজিস্ট্রার শ্রী নীতীশ বিশ্বাস মহাশয়কে ভাষা এবং সমাজ গবেষক রূপে তাঁর জীবনব্যাপী অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ 'বাবু জগজীবন রাম স্মারক পুরস্কার-২০২৪' সম্মানিত করলো বাবু জগজীবন রাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংস্থা "ডিপ্রেসড ক্লাসেস লীগ"। আমাদের সংগঠনের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রী নীতীশ বিশ্বাস মহাশয়ের এই সম্মাননা আমাদের সকলকে গৌরবান্বিত করলো।

● **বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্থা 'দমদম প্রয়াস'-এর বাৎসরিক অনুষ্ঠান :** গত ১৬ই মার্চ ২০২৪, শনিবার দমদম নাগের বাজার অঞ্চলে অবস্থিত 'অজিতেশ মঞ্চ'-এ বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্থা 'দমদম প্রয়াস'-এর বাৎসরিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হল। এই অনুষ্ঠানে শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধকতার ঊর্ধ্বে উঠে ছাত্র-ছাত্রীরা এক প্রাণবন্ত সন্ধ্যা অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। নাচ, গান, কবিতা, মুখাভিনয়, এর সঙ্গে অনুষ্ঠানে বাড়তি প্রাপ্তি ছিল 'সবুজ সাথী' শীর্ষক এক গীতি-নাট্য উপস্থাপনা। অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং আয়োজকরা সকল এই সমগ্র সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানকে উপভোগ করেন এবং প্রতিবন্ধকতার ঊর্ধ্বে উঠে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়াসকে প্রাণভরা ভালোবাসায় উজাড় করে দেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রারম্ভিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সংস্থার কর্ণধারদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং ভবিষ্যতে যেকোন ধরনের সহায়তার জন্য তাঁর সংগঠন প্রস্তুত বলে ব্যক্ত করেন। সংস্থার সম্পাদক শ্রী সুভাষ বড়ুয়া নানাবিধ প্রতিকূলতার কথা ব্যক্ত করে সুধীজনদের সহায়তা এবং মানবিক দায়বদ্ধতা প্রত্যাশা করেন।

● **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং ভাষা দিবস স্মরণানুষ্ঠান :** গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪, শনিবার সন্ধ্যায় এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'অমর ২১শে' স্মরণ এবং 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষ্যে All India Federation of Bengali Buddhists-এর উদ্যোগে 'ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন'-এর সভাকক্ষে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় মুখ্য বক্তা রূপে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক (ড.) সুমিত বড়ুয়া ব্যক্ত করেন যে, ভাষা আন্দোলন কেবলমাত্র একটি ভাষার স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য সংগঠিত হয়নি এর সুদূর প্রয়াসি ফলশ্রুতিতে একটি নতুন দেশের জন্ম দিয়েছে এই পৃথিবীকে যা, ইতিহাসে এক ব্যতিক্রম ঘটনা। এছাড়াও তিনি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস নানা আঙ্গিকে পরিবেশন করেন। সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এবং সাধারণ পরিষদের সদস্য শ্রীমতি রিতা বড়ুয়া বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া, শ্রীমতি সংগীতা বড়ুয়া প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। ফেডারেশনের সভাপতি মাননীয় অধ্যাপক (ড.) সুমিত বড়ুয়া'র বক্তব্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

● **বাবাসাহেব ড. বি. আর আম্বেদকরের ১৩৩ তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন করলো ফেডারেশন :** বিগত বছরগুলির ন্যায় নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হল বাবাসাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকরের ১৩৩ তম জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষ্যে উক্ত দিন সকালে কলকাতা ময়দানস্থ বাবাসাহেবের মর্মরমূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংগঠনের সহ-সভাপতি শ্রী উদয় বড়ুয়া, অন্যতম সম্পাদক শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া, সহ-সম্পাদক শ্রী দিলীপ সিংহ এবং সাধারণ সম্পাদক মহাশয়। ফেডারেশনের প্রকাশিত পুস্তকের এক পসরা মূর্তি সংলগ্ন মাঠে আগ্রহী মানুষের মধ্যে প্রদর্শিত হয়। ১৪ই এপ্রিল অপরাহ্নে আয়োজিত স্মারক বক্তৃতায় এবারের বক্তা ছিলেন ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া। বক্তব্যের বিষয় ছিল 'ভারতের রত্ন বাবাসাহেব'। ড. আম্বেদকরের জীবনের নানান ঘটনা এবং সামাজিক অবদান সম্পর্কে বক্তব্যটি উপস্থিত সকলকে আলোড়িত করে। পরবর্তীতে এক আলোচনা সভায় বর্তমান পরিস্থিতিতে সাংবিধানিক অধিকার এবং শংসাপত্র প্রসঙ্গে বিভিন্ন বৌদ্ধপল্লী থেকে আগত প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। রাজচন্দ্রপুর, রামপুর, মহেশতলা, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, বেহালা, ব্যান্ডেল, গড়িয়া, চেতলা প্রভৃতি অঞ্চলের প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নিজ নিজ এলাকার পরিস্থিতি ব্যক্ত করেন।

শোকাঞ্জলি

গভীর বেদনাহত চিত্তে সকলকে অবগত করা হচ্ছে যে, গতকাল ১৮ই মার্চ ২০২৪ সন্ধ্যায় আমাদের সংগঠনের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীমতি মীনা মুৎসুদ্দী প্রয়াত হয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপিকা ড. শাশ্বতী মুৎসুদ্দী'র গর্ভধারিণী মাতা।

প্রয়াত উপাসিকার ধর্ম তথা সমাজ জীবনের প্রতি বিশেষ অবদানকে স্মরণ করে "অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস" এর সকল সদস্যগণ ওঁনার প্রতি বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন জানাচ্ছে এবং ওঁনার পারলৌকিক নির্বাণ সুখ প্রত্যাশা করছে।

সদস্যবৃন্দ,
অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালি বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রী'র জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য
ও ছবি দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার বিকেল ৪টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

ঃ স্থান ঃ

৫০আর/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড),
কলকাতা-৭০০০১৫

বিশেষ প্রয়োজনে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
দূরভাষ ঃ ৯৪৩৩৪৯৩৪৪৭
ইমেল করতে পারেন ঃ federation1973@gmail.com

*This issue of **'Federation Barta'** is sponsored by*

Shri Subroto Barua

New Delhi

President, Santiniketan Ambedkar Buddhist Welfare Mission
Working President, Buddha Triratna Mission, New Delhi
Governing Body Member, Mahabodhi Society of India, Kolkata

শুভেচ্ছা দান ঃ ৫ টাকা

পত্রিকা সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস'-এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০আর/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড), কলকাতা-৭০০০১৫ হইতে প্রকাশিত ও ভেনাস প্রিন্টার্স, কলকাতা ৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।